দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...... 6 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ২

বাউবি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ও দীর্ঘসূত্রতা শিক্ষানুরাগীরা হতাশায় নিমজ্জিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন সমস্যার কারণে পিছিয়ে পড়া যে সব শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি শিক্ষা লাভের আশায় আশান্বিত হয়েছিল, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে দীর্ঘসূত্রতা, যথার্থ নীতিমালা প্রণয়নে ব্যর্থতা ও সময়মত ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশে ব্যর্থতার কারণে তারা আজ হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবতাবর্জিত নীতিমালার কারণে শিক্ষার্থীদের যেমন ভোগান্তি হচ্ছে, শিক্ষক ও টিসি সমন্বয়কারীরাও তেমনই সমস্যায় পড়ছেন। কেন্দ্রীয় অফিস থেকে প্রেরিত নীতিমালার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানে আঞ্চলিক অফিসগুলোও অপারগতা প্রকাশ করছে।

বাউবি টিউটর নিয়োগের নীতিমালা হঠাৎ করে পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত কোন শিক্ষককে বাউবির টিউটর নিয়োগ করা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন টিসি-সমন্বয়কারীরা। সূচনালগ্ন থেকে বহু টিউটর রয়েছেন যাদের এক বা একাধিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ রয়েছে। বাউবির শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে– এমনও শিক্ষক রয়েছেন। যারা দীর্ঘ ১৫/২০ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। তৃতীয় বিভাগ থাকার কারণে তাদের বাদ দেয়া যথার্থ হবে না বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেখানে সরকার নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করে বেতন দিয়ে আসছে, সেখানে বাউবির এই হঠকারী সিদ্ধান্তে শিক্ষক মহল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম শিথিল হওয়া প্রয়োজন বলে শিক্ষক মহল দাবী করেছেন।

বাউবির স্নাতক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর ভর্তি, ক্লাশ শুরু, পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশ সম্পর্কে যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (ভর্তি নির্দেশিকা মোতাবেক) কোন বছরই তা অনুসৃত হচ্ছে না। ভর্তির ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা, যথাসময়ে বই সরবরাহ না করা, পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব নিঃসন্দেহে বাউবির প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থাহানি ঘটাচ্ছে। বাউবি বিএ/বিএসএস কোর্সের বিগত বছরের টিউটরদের সম্মানী আজও দেয়া হয়নি। গতবছর ক্লাস শুরু হয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও টিউটরদের নিয়োগপত্র দেয়া হয়নি। এইচএসসি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাসসমূহ শুরু হলেও এখন পর্যন্ত টিউটরদের নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

টিউটোরিয়াল কেন্দ্র থেকে কোন বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র দিলে সময়মত তার কোন জবাব পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কোন জবাবই দেয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাহ নেয়ামতুল্লাহ কলেজ কেন্দ্রের ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ০০ ব্যাচের এইচএসসি পরীক্ষার্থী মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, শিক্ষার্থী নম্বর-০০-০-১১-৩৫০-২০১-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শুধুমাত্র ইংরেজি বিষয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। অথচ ফলাফলে তাকে বহিস্কৃত হিসাবে দেখানো হয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। যার নং বাউবি/টিসি-শানেক/নবাব(০৬)/২০০২, তারিখ ১৩-০২-২০০২। অথচ এ পর্যন্ত সেই পত্রের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এই দুঃখে শিক্ষার্থী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে।

এছাড়া পরীক্ষার পর শুধুমাত্র ১ম ব্যাচে ১ম বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষার মার্কশীট দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আর কোন মার্কশীট কিংবা টেবুলেশন শীট দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র পাস-ফেল সংবলিত একটি রেজাল্ট শীট দেয়া হয়। এতে পরীক্ষার্থী জানতে পারেন না– তিনি কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছেন। অন্তত বোর্ডের মত টেবুলেশন সরবরাহ করা হলে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্ত নম্বর সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। কম নম্বর থাকলে পুনঃপরীক্ষার ফি দিয়ে এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন। কারণ ৩৩ নম্বরে পাস হলেও গড়ে সকল বিষয়ে ৩৬% নম্বর না হলে পাস হবে না। এরকম একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী নম্বর ৯৮-০-১১-৩৫০-০৭২। তার সকল বিষয়ে পাস রয়েছে। কিন্তু ফলাফলে ফেল দেখানো হয়েছে। কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে– তাও জানতে পারেনি মার্কশীট না আসার কারণে।

অন্যদিকে একজন শিক্ষার্থী পাস করলে তাকে সাময়িক সনদপত্র নিতে গাজীপুরে অবস্থিত বাউবিতে যেতে হয়। যা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষই নয় কষ্টসাধ্যও বটে। এ ব্যাপারে স্থানীয় কেন্দ্র কিংবা আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো থেকে সাময়িক সনদপত্র সরবরাহ করা উচিত বলে শিক্ষার্থীরা দাবী করেছেন।

এ ধরনের অসংখ্য সমস্যা ও অনিয়মের কারণে বাউবির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে সমস্যাসমূহের সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।